মেহেরপুরে ১৬ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ১৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ০৭ জন, গাংনীতে ০৭ জন, মুজিবনগরে ০২ জন। বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৪৮ টি। তারমধ্যে ১৬ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২৪৬ জন। তার মধ্যে সদরে ২৭ জন, গাংনীতে ১৫৮ জন এবং মুজিবনগরে ৬১ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৩ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৮০ জন, গাংনী ৫৪ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

জাসদ সভাপতি কাজি আরিফ ও বাকী চেয়ারম্যান হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী রওশন গ্রেফতার

দীর্ঘ ২২ বছর পর মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল বাকী হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামী শীর্ষ সন্ত্রাসী রওশন আলীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। বুধবার রাতে রাজশাহী জেলার শাহমখদুম থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রওশর আলী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মৃত নায়েব আলী মন্ডলের ছেলে। তার বিরুদ্ধে জাসদ সভাপতি কাজি আরিফ ও রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন সহ বেশ কয়েকটি হত্যা সহ ডাকাতির মামলা রয়েছে।
র্যাব জানায়,জাসদ সভাপতি কাজি আরিফ,গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের প্রয়াত চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী ও রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত

পলাতক আসামী রওশন আলী শাহমখদুম থানা এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি টিম তাকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য: ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল সকালে কাজিপুর থেকে মটরসাইকেল যোগে গাংনীতে আসার পথে তেরাইল এলাকায় (বর্তমান তেরাইল জোড়পুকুরিয়া কলেজ) গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। হত্যাকান্ডের ঘটনায় নিহতের ভাই সাজ্জাদুল আলম বাদী হয়ে রওশন ও নুরু মেলেটারী সহ ১৬জনকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ১০ তাং ১৩/০৪/১৯৯৯ ইং। ধারা ৩২৬/৩০২। এ মামলায় ২০১৯ সালে মেহেরপুর আদালতের তৎকালিন বিচারক রওশন আলীকে মৃত্যুদন্ড ও অন্য আসামীদের বেকুসুর খালাস দিয়ে রায় ঘোষনা করে। হত্যাকান্ডের পর থেকে রওশন আলী পলাতক ছিলো।
এছাড়া ১৯৯৯ সালের কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জাসদের প্রতিষ্ঠাতা কাজী আরেফ আহমেদ সহ ৫ জনকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। মামলার বাদী ও গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের প্রয়াত চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল বাকীর ভাই সাজ্জাদুল আলম বলেন,দীর্ঘ ২২ বছর পর রওশন আলীকে গ্রেফতার করেছে এজন্য র্যাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে আদালতের রায় দ্রত বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

কুষ্টিয়ায় বোমা বানাতে গিয়ে বিষ্ফোরণঃ স্বামী স্ত্রী আহত : আটক-৩

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বোমা বানাতে গিয়ে বিষ্ফোরণ ঘটে বোমা তৈরীর কারিগর আবু বক্কর (২৭) ও তার স্ত্রী মধুবালা ওরফে মধু (২৪) আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের সীমান্ত সংলগ্ন বিলগাথুয়া গ্রামে এ বোমা বিষ্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

আহত আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ ৩জনকে আটক করেছে।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের সীমান্ত সংলগ্ন বিলগাথুয়া গ্রামের ইয়াকুব মন্ডলের ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য আবুল কালাম (৪৫), মৃত আমিরুল মাষ্টারের ছেলে বিকু আলী (৪০) ও তাহের আলীর ছেলে রায়হান আলী (২২)।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বিলগাথুয়া গ্রামের ইন্তাজ মন্ডলের ছেলে আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালা নিজ বাড়িতে বোমা তৈরী করছিল। এসময় একটি বোমা বিকট শব্দে বিষ্ফোরণ ঘটলে বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালা গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। বোমা বিষ্ফোরণের সময় ঘরের টিনের চালা উড়ে যায় বলে স্থানীয় ইউপি সদস্য ইসমাইল হোসেন জানান।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশারফুজ্জামান মুকুল মাষ্টার জানান, বিলগাথুয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধুবালা ওরফে মধু বোমা বানানোর সময় একটি বোমার বিষ্ফোরণ ঘটলে বক্কর ও তার স্ত্রী মধু আহত হয়। আহতদের মধ্যে আবু বক্করের অবস্থা গুরুতর। আহতদের উদ্ধার কুষ্টিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিষ্ফোরিত বোমায় ঘরের টিন ও চালা উড়ে যাওয়ার কথাও তিনি জানান।

বোমা বিষ্ফোরণের বিষয়ে জানতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন জানান, বোমা তৈরী করতে গিয়ে বিষ্ফোরণ ঘটে আবু বক্কর ও তার স্ত্রী মধু আহত হয়েছে। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে এলাকার লোকজন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনাস্থল থেকে বিষ্ফোরিত বোমার আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) আশরাফুল আলম জানান, বোমায় আহতদের হাত, মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবু বক্করের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঝিনাইদহ সদর থানা নবাগত ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা

এক মাস পর নতুন ওসি পেলো ঝিনাইদহ সদর থানা। বুধবার দুপুরে সদ্য যোগদানকৃত অফিসার্স ইনচার্জ শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এসময় সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এমদাদুল হক, পরিদর্শক (অপারেশন) আবুল খায়েরসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নবাগত অফিসার্স ইনচার্জ শেখ মোহাম্মদ সোহেন রানা ২০০৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। তার বাড়ি গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায়। সর্বশেষ তিনি ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানায় দায়িত্ব পালন করেন।

বুধবার তিনি যোগদান করে সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় বলেন, পুলিশ সুপার’র নির্দেশে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। সেই সাথে থানায় সেবা প্রত্যাশী কোন মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়, সেদিকে সচেষ্ট থাকবো। পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিক সহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

আমাদের একটু সহযোগিতায় বেঁচে যেতে পারে মিঠুনের প্রাণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পরিবহনের (শ্রমিক) হেলপার দর্শনা আকন্দবাড়িয়ার মৃত: আবু তালেব মন্ডলের ছেলে মিঠুন মিয়া (২২) এর দুটি কিডনীই বিকল হয়ে গেছে। সে দর্শনা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। তার পরিবহনের কার্ড নম্বর ৭২৯৩॥১৫)

গত শনিবার বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তার অবস্থার অবনতি দেখা দিলে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে যাবতীয় পরীক্ষা

শেষে তার ২টি কিডনি বিকল, লিভার ও ডাইবেটিস সমস্যা এবং রক্তে ভাইরাস ধরা পড়ে। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে গত মঙ্গলবার কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের ডা: টপি রাণী কুণ্ডু তাকে জরুরি ভিত্তিতে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

কিন্তু টাকার অভাবে মিঠুনকে বাড়িতেই অক্সিজেন দিয়ে কোন রকম শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলমান রাখা হয়েছে। গরীব পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়াতে পরিবারের বাকি সদস্যরাও মানুষিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।

তবে আপনার, আমার সকলের সাহায্য সহযোগীতা পেলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে অসহায় মিঠুনের প্রাণ। মিঠুনকে সরাসরি অথবা বিকাশের মাধ্যমে সহযোগীতা করতে পারেন। তার ছোট ভাইয়ের বিকাশ একাউন্ট নম্বর-০১৭৬৪-৯৮৪৯২১।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় শ্রমিক লীগের উদ্যোগে শোক দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় শ্রমিক লীগ উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর শ্রমিক লীগের আয়োজনে বুধবার বিকালে স্থানীয় পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে আলোচনা সভা, দোয়া অনুষ্ঠান ও খাবার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শ্রমিক লীগ উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ আব্দুল জলিল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর

মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম।

পৌর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় শ্রমিক লীগ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি মোঃ আক্কাস আলী, কোটচাঁদপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএম নাসির উদ্দিন, পৌর শ্রমিক লীগের সভাপতি রিপন খাঁন, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, পৌর যুবলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর প্যানেল মেয়র শেখ সোহেল আরমান, উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক কামাল হাওলাদার, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি কায়দার রহমান, উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মীর মনিরুল আলম, যুগ্ন-আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম খোকন, যুগ্ন-আহ্বায়ক মোঃ আজম বিশ্বাস, উপজেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আসলাম হোসেন, আ.লীগ নেতা মঈন উদ্দীন শেখ হেকিম প্রমূখ।

আলোচনা সভা শেষে দোয়া অনুষ্ঠান এবং দুস্থ্য ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

কালীগঞ্জে কৃমিনাশক ঔষধ খেয়ে ১১ ভেড়ার মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কৃমি নাশক পাউডার প্রয়োগ করার পর একটি খামারে ১১টি ভেড়া মারা গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। খামারের বাকি ভেড়াগুলোও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাণী হাসপাতালের চিকিৎসক সুজিত কুমার কমলাপুর গ্রামের আফজালের খামারের ৩০টি ভেড়াকে কৃমি নাশক পাউডার প্রয়োগ করলে ঐ বিপত্তি ঘটে।

পাউডার প্রয়োগের কয়েক ঘন্টার মধ্যে মুখ দিয়ে ফেনা উঠে একে একে মারা যায় ১১টি ভেড়া। এতে ঐ খামারির দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানায় খামারি।

খামারীর স্ত্রী স্ত্রী জানান, ঔষধ খাওয়ানোর কিছুক্ষন পর থেকে ভেড়ার মুখে লালা ঝরে সবগুলো ভেড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে পানি ঢেলে তাদের বাঁচিয়ে রাখলেও গতকাল বুধবার বিকাল পর্যন্ত ১১ টি ভেড়া মারা গেছে।

প্রতিবেশী মোহাম্মদ আলী জানান, খবর পেয়ে আমরা দেখতে এসে দেখি একের পর এক ভেড়া মারা যাচ্ছে। পশু হাসপাতাল থেকে লোকজন এসে মৃত ভেড়ার অস্ত্রোপচার করে নাড়িভুড়ি, কলিজা ও খাওয়ার খড় নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে চিকিৎসক সুজিত কুমারের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, ভুক্তভোগী খামারী পশু হাসপাতাল থেকে কৃমিনাশক ঔষধ সংগ্রহ করেন। তবে ভেড়া কি কারনে মারা গেছে তা ঔষধ ও ভেড়ার খাবার পরীক্ষা করার পর জানা যাবে।

মেহেরপুরে ১২ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ১২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ০৫ জন, গাংনীতে ০৫ জন, মুজিবনগরে ০২ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১১৫ টি। তারমধ্যে ১২ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ২৭১ জন। তার মধ্যে সদরে ৩২ জন, গাংনীতে ১৭১ জন এবং মুজিবনগরে ৬৮ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৩ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৮০ জন, গাংনী ৫৪ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কুষ্টিয়া পাসপোর্ট অফিসের এডি’র ইন্ধনে আনসার সিন্ডিকেটই এখন বড় দালাল

করোনাকালীন সময়ে দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন থাকায় কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কার্যক্রম সীমিত আকারে চলছিল। বর্তমানে পুরোদমে চলছে কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস। জেলার হাজার হাজার পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। এই সুযোগে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের জিম্মি করে আনসার সদস্য কালাম ওস্তাদ, আনিস, মোমিন ও রফিককে দিয়ে সহকারী পরিচালক জাহিদুল হক নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন ঘুষ বানিজ্যে। তারই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার আনিস নামের এক আনসার সদস্য অর্থসহ সাংবাদিকদের কাছে হাতেনাতে ধরা খেলো। মূলত পাসপোর্ট অফিসে এখন কোন দালাল নেই সহকারী পরিচালকের ইন্ধনে আনসার সদস্যরা এখন দালালে রূপান্তরিত হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা প্রতিবেদককে বলেন।
পাসপোর্ট অফিসের মূল ফটকে অবস্থানরত আনসার সদস্যরা পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র চেক করতে দেখা যায়, মূলত কাগজপত্র দেখার কোনো এখতিয়ার তাদের নেই তবুও সহকারি পরিচালকের ইন্ধনে তারা প্রতিটা পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের কাগজের কমতি দেখিয়ে প্রতিদিন হাতিয়ে নিচ্ছে হাজার হাজার টাকা। আর এই কাজে সহকারী পরিচালককে সরাসরি সহযোগিতা করছে পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত আনসার সদস্যদের। আনসার সদস্যরা মূল ফটকে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের কাছ থেকে কি পরিমান অর্থ আদায় করছে তা সিসি ফুটেজে সহকারী পরিচালক নিজের রুমে বসেই দেখছেন। অথচ তিনি নীরব কেন? সকলের মনে একটাই প্রশ্ন? তার ইন্ধনে এই সকল অবৈধ কাজ কর্মগুলো চালিয়ে যাচ্ছে আনসার সদস্যরা।
এ বিষয়ে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে অফিস খোলায় পাসপোর্টের কার্যক্রম করতে বিভিন্ন ধরনের কারন দেখিয়ে নানাভাবে আমাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে সারভার বন্ধ। আবার কখনো বলছে, কাগজপত্র কমপ্লিট হয়নি। দৌলতপুর

থেকে আসা এক পাসপোর্ট প্রত্যাশী আরো জানায়, অফিসের গেটে আনসার সদস্যরা আমাদেরকে আড়ালে ডেকে সরাসরি ঘুষ দাবী করে বলছে, সব কাগজপত্র ঠিক হয়ে যাবে, সারভারেও কোনো সমস্যা থাকবে না, শুধু পাসপোর্ট প্রতি ১২শ থেকে ১৫শ টাকা দিতে হবে। যে আগে টাকা দিবে তার কাজ আগে হবে আর যে পরে টাকা দেবে তার কাজ পরে হবে, আর যে টাকা দেবে না তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের এমন বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে পাসপোর্ট অফিসে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গেটে অবস্থানকারী আনিস নামের এক আসনার সদস্য পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের আড়ালে ডেকে সরাসরি ঘুষ দাবী করছে এবং ঘুষের টাকা গ্রহন করছে।
এবিষয়ে ঘূষ গ্রহনকারী আনসার সদস্য আনিসের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কোনো ঘূষ দাবী করছি না। পাসপোর্ট প্রত্যাশীরা খুশি হয়ে আমাকে মিষ্টি খেতে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। অত:পর এক পাসপোর্ট প্রত্যাশীকে আনসার সদস্যসের মুখোমুখি করে ঘুষের টাকার বিষয়ে জিঞ্জাসাবাদ করলে, আনসার সদস্য সরাসরি সহকারী-পরিচালকের রুমে নিয়ে যায় সাংবাদিকদের। তার রুমে নিয়ে গিয়ে সবকিছুর দোষ চাপালেন এডির উপর। আনসার আনিস সকলের উপস্থিতিতে বলেন, আমি কিছুই জানি না, সব স্যার জানে।
তারমানে একটাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, সহকারি পরিচালক এর নির্দেশে আনসার সদস্যদের দিয়ে সিন্ডিকেট তৈরি করে বহিরাগত দালালদের হটিয়ে নিজেদের সদস্যদেরকে দালাল বানিয়ে দিনের দিন ফিঙ্গার দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা।
এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সহকারী-পরিচালক জাহিদুল হক বলেন, এই অফিসে ঘুষ বানিজ্য চলছে বলে আমি শুনেছি । তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। তবে আপনারা যেহেতু ঘূষ বানিজ্যের প্রমানসহ আমার কাছে এসেছেন আমি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখবো।

দৌলতপুরে বন্যার পানিতে ডুবে

দুই শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বন্যার পানিতে ডুবে সিয়াম (৭) ও ঝুমা আক্তার
(৭) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ খারিজারথাক গ্রামে বাড়ির পাশের জলাশয়ে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়।

নিহত শিশু সিয়াম উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের দক্ষিণ খারিজারথাক গ্রামের ছিদ্দিক মোল্লার ছেলে ও ঝুমা আক্তার মনি একই এলাকার জমাদারের মেয়ে।

হায়দারের চর এলাকার টুটুল বিশ্বাস বলেন, আমাদের এলাকায় চারিদিকে এখন পানি আর পানি। বাড়ীর পাশেই এ দুই শিশু ডুবে মারা যায়।

চিলমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমেদ জানান, পদ্মা নদীর পানি বেড়ে বন্যার সৃষ্টি হওয়ায় আমার ইউনিয়নের চিলমারীর চরান্চলে বন্যার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে বাড়ীর পাশেই জলাশয়ের গভীরে পড়ে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়।